FEB. 1 1 2002

ব্যয়, অতিথি-মেহমান আপ্যায়ন বাদেও রয়েছে নিশ্চিন্ত বিনোদন ভ্রমণ ব্যয়। এখন বিবেচ্য বিষয় হলো, মাসিক ৬০০ টাকা পেনশন গ্রহণকারী দম্পতি কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করে সমাজে একজন প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী মর্যাদায় বেঁচে থাকতে পারেন?

সর্বশেষ ১৯৯৭ সালের জাতীয় বেতন কমিশন পেনশনভোগীদের জন্য সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, সুপারিশনামার মধ্যে কোনটাই গ্রহণ না করে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ পেনশন বৃদ্ধির আদেশ দেওয়া হয়। এতে সর্বনিম্ন পেনশনভোগী বাড়তি অর্থ পেয়েছেন ৬০ টাকা মাত্র। সেই ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই থেকে মাসিক ৬০ টাকা বাড়তি অর্থ নিয়েই বহুজন ইতিমধ্যে দুঃসহ জীবনযন্ত্রণা, রোগ-শোক, অপুষ্টিতে দিন কাটিয়ে ইন্তেকাল করেছেন। আর যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা বছর বছর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পরিবহন ভাড়ার বৃদ্ধির কারণে করছেন মানবেতর জীবনযাপন। বেতন কমিশনের সুপারিশে যা ছিল তা দুঃসময়ে হলেও মানানসই হতো এবং কার্যকর করলে পেনশনভোগীদের হয়তো স্বাভাবিক জীবনযাপনের নিশ্চয়তা থাকতো। সুপারিশগুলোর মধ্যে ছিল (১) নীট পেনশনের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বৃদ্ধি। (২) করেসপণ্ডিং প্রিজামটিভ স্কেলের প্রারম্ভিক স্তরে বেতন ধরে বর্তমান পেনশনের হার অনুযায়ী পেনশন পুনঃনির্ধারণ করার পর প্রাপ্ত আনুতোষিক বাবদ শতকরা ৫০ ভাগ কর্তন করে অবশিষ্টাংশ নীট পেনশন হিসেবে প্রদান। তবে এ জন্য কোন বকেয়া অর্থ প্রদান করা হবে না। (৩) বেতন স্কেল কার্যকর করার দিন থেকে চিকিৎসা ভাতা মাসিক ৩৫০ টাকা হারে প্রদান। (৪) নীট পেনশনের সমপরিমাণ অর্থে বৎসরে দুবার দুটি উৎসব ভাতা প্রদান।

অতীতে যতবারই নতুন নতুন জাতীয় বেতন কমিশন গঠিত হয়েছে তারা রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করে চলে গেছেন। দেশে একটি স্থায়ী জাতীয় বেতন কমিশন না থাকায় সবকিছু ফলো-আপ পর্যবেক্ষণ করে অস্থায়ী কমিশন দায়িত্ব পালন করেন একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য সরকারী কর্মচারীদের পেনশন বিষয়টা কোনভাবেই খাটো করে দেখা যায় না। কারণ জাতীয় বেতন কমিশন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বেতন-ভাতা পর্যালোচনা করার জন্য বিদেশ ভ্রমন করেন। অতঃপর দেশের অর্থব্যবস্থা, বাজার দর, জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ভিত্তিতে বেতনভাতা সুপারিশ করেন। কিন্তু কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য সুপারিশের বহু পৃষ্ঠায় নানাবিধ বিষয়-বিবরণাদি উল্লেখ করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে পেনশনভোগীদের জন্য মাত্র ৫ ভাগ অথবা ১০ ভাগ পেনশন বৃদ্ধির কথা বলা হয়। তাই প্রতি পাঁচ বছর অন্তর যে অস্থায়ী জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করা হয় তার পরিবর্তে এটিকে স্থায়ী কমিশনের মর্যাদায় জাতীয় বেতন ও পেনশন কমিশন গঠন করে চাকরি ও অবসর জীবনের বেতন-ভাতা একই সূত্রে বিবেচনা করলে ব্যবস্থাটি হবে অধিক ফলপ্রসূ। সবশেষে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে সবিনয়ে আবেদন রাখবো যে, আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহা থেকে শুরু করে পেনশনভোগীদের উৎসব ভাতা প্রদান করা হোক। একই সঙ্গে দেশে যাতে একটি স্থায়ী জাতীয় বেতন ও পেনশন কমিশন বহাল করা যায়, তার সুব্যবস্থা করার জন্যও অনুরোধ জানাচ্ছি।

আবুল কাশেম খান,

স্থায়ী জাতীয় বেতন ও পেনশন কমিশন নিয়োগ করে পেনশনভোগীদের দুর্দশা লাঘব করুন

প্রচলিত নিয়মে একটি নির্ধারিত বয়সকাল উত্তীর্ণ হলে সরকারী কর্মচারিগণ অবসরগ্রহণ করেন। এককালীন আনুতোষিক ও মাসিক পেনশন মঞ্জুর করা হয় এ সময়। সর্বশেষ জাতীয় বেতন কমিশন রিপোর্ট কার্যকর করার পর যারা অবসরগ্রহণ করেছেন, তাঁরা সর্বনিম্ন হারে মাসিক পেনশন পাচ্ছেন। কিন্তু ১৯৮৫ সাল পূর্ববর্তী পেনশনভোগীরা পাচ্ছেন মাত্র মাসিক ৬০০ টাকা অথবা তার কম পেনশন। ফলে পুরোনো এবং নতুন পেনশনভোগীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে মাসিক হারের বৈষম্য। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান কোনক্রমেই ওই পরিমাণ অর্থ দিয়ে বজায় রাখা যায় না। প্রতিটি বেতন কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন হলে সরকারী কর্মচারিগণ সর্বনিম্ন ৪০০ টাকা ও আনুষাঙ্গিক ভাতার বাড়তি অর্থ প্রতিমাসে গ্রহণ করেন। এরপর থাকে প্রতি বছর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, টাইম স্কেল বেনিফিট। আরও রয়েছে বর্ধিত অংকের সমপরিমাণ বছরে দুবার দুমাসের বেতন সমান উৎসব ভাতা। প্রতি তিন বছর অন্তর পেয়ে থাকেন এক মাসের বেতন সমপরিমাণ অর্থে শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা। যারা এখন পেনশনভোগী, তাঁরাও চাকরির সময়ে পেয়েছেন নিয়মিত।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে একজন মূল্যবান যৌবনকাল অতিক্রম করেছেন রাষ্ট্রীয় সেবায়। আজ পৌঢ়কালে সামান্য পেনশনভাতা গ্রহণ করে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। এ বয়সে চিকিৎসাগত কারণে মাথাপিছু ব্যয় হয় সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে তাদের নেই কোন ব্যবস্থা। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মাসিক ব্যয় হয় চাল ৩০ কেজি, যার মূল্য ৫৬০ টাকা। মাছ-